১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

(পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২ হইতে সংকলিত)

মর্ম্মবাণী

পথিক[১]

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।

গীতা ৫ম অধ্যায় ২৭।২৮।

অর্থঃ— "রূপ রসাদি বাহিরের বিষয় সকল বাহিরেই রাখিয়া (বিষয় সকল চিন্তিত হইলে, মনে প্রবেশ করে, মন স্থৈর্য্য দ্বারা সে সকলকে মনে প্রবেশ করিতে না দিয়া) চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া) নাসাভ্যন্তরচারী (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ায় তাহারা কেবলমাত্র নাসা মধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে এইরূপ) প্রাণাপান বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি তিনি সদা জীবিত থাকিয়াও মুক্ত"।

গুরুদত্ত নামের অসীম ক্ষমতা। ইহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। শিষ্যকে দিবানিশি এই "নামানন্দ" আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ করে, যতই নাম করা যায়—ততই নামে আকর্ষণ করে। অতঃপর কি হয়? এমন সময় আসে, সেই শিষ্য নাম ভিন্ন আর থাকিতে পারে না; ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—শয়নে, বিশ্রামে বা নিদ্রায় তার নামের স্রোত অবিরাম একই ভাবে একই গতিতে চলিতে থাকে,— তখন সে শ্রোতা মাত্র।

এই অবস্থায় সে (নাম) সাধকের অজ্ঞাতসারে, তার দেহের ভিতর ও বাহিরের চলাফেরায়, আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন আনিতে থাকে। বাহিরের পরিবর্ত্তন— শুধু অন্তরেরই পরিবর্ত্তনের জের মাত্র।

অন্তরে তার কি পরিবর্তন হয়? "অপান বায়ু"—যার গতি নাভি গ্রন্থি হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত—ও "প্রাণবায়ু"— যার গতি কণ্ঠ হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত—সর্ব্বদাই একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে তালে তালে উঠা নামার গতি লইয়া একই ভাবে উঠিতেছে পড়িতেছে—ইহাকেই আমরা শ্বাসক্রিয়া বলি। ইহার গতি স্বাভাবিক দেহে মিনিটে ১৫ বার। "নাম" করিতে করিতে এই বায়ু—যাহাকে আমাদের জীবনের চঞ্চলতার গতি বলা যাইতে পারে, ধীরে ধীরে সমতা প্রাপ্ত হয়—ইহার চঞ্চলতা দূর হয়—দূর হয় ইহার উর্দ্ধাধোগতি। ক্রমে ক্রমে এই বায়ু মিনিটে ১৫ বারের স্থলে ১২ বার, ১০ বার, ৮ বার, ৬ বার এমন কি মিনিটে এক বারের কিছু বেশী

১। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ('শ্রীগুরু সঙ্ঘ' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক)

Scanned by CamScanner

(অর্থাৎ ৪৩ সেঃ এক বার) বহিতে থাকে। তখন সাধকের ভিতরে ও মনে গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। দেখা যায় সাধক তখন স্থির, ধৈর্য্যশালী, বিষয়-বুদ্ধি বর্জ্জিত, ধীর ও আনন্দপূর্ণ হয়। এই অবস্থাকেই বলা হয়—"ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদী" সাধক।

তখন ইন্দ্রিয়ের বহিঃকর্ম্ম থাকতে চায় না। রূপ, রসাদি বাহিরের ক্রিয়াগুলি অন্তরে স্থান পায় না। কোন কামনা বাসনাই তার মনে স্থান পায় না,—প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বহিঃবৃত্তি রোধ হইয়া সকলই—অন্তমুখী হয়। শ্বাসের গতি খর্ব্ব হয়। কারণ তখন 'প্রাণ বায়ু' কণ্ঠে 'সমান বায়ুর' সহিত মিশিয়া তাহার স্বভাবজ—চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া স্থিরত্ব বা সমান বায়ুর সমানত্ব লাভ করে। চোখের দৃষ্টি দ্বারা বাহিরের কোন দৃশ্যের ছাপ আর মনে প্রবেশ করে না। কারণ তখন তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদাই "নামের" সুরের সহিত দ্বিদলে (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) স্থিরত্ব লাভ করে—কারণ তখন সে ধ্যেয় বস্তুর সন্ধান পায়—তাই তার দৃষ্টি অন্তমুর্খী হইয়া দ্বিদলে বা শিব-গ্রন্থিতে স্থির হয়—ধ্যেয় বস্তুতে লাগিয়া থাকে।

তখন তার শ্বাসবায়ু খুব স্থির হয়। এমন কি অতি ধীরে "চলে—চলে না ভাবে" চলিতে থাকে। এই অবস্থাকেই বলা হয়— নাসাভ্যন্তরের বায়ু ভিতরে ও বাহিরের বায়ু বাহিরে চলে। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না—বা অতি ধীরে থাকে বলিলেই চলে।

তখন এই সাধক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হয়। এই বৃত্তিগুলি আর তাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

এই "ইচ্ছা শূন্য" অবস্থা লাভ করিতে হইলে, তাহাকে "জিহ্বার সংযম" লাভ করিতে হইবে।

"জিহ্বার সংযম" ভিন্ন ইহার নাশ হয় না। জিহ্বার সংযম মানে জিহ্বাকে "নামানন্দে" মাতাইয়া রাখিতে হইবে। "আহার সংযমে" তাহার সংযম আসিবে। আর বাক্যালাপ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিতে হইবে— বাক্যালাপের প্রয়োজনই বা কি? সে ত সর্ব্বদা "নামোচ্চারণ" করিতেছে। অন্য কথা, বাজে কথায়—তার প্রয়োজন কি?

— এইভাবে চলাই উপরোক্ত গীতায় শ্লোকের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করা।

— ✪ —

(পত্রিকা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৩ হইতে সংকলিত)

মর্ম্ম-বাণী

পথিক

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

গীতা ৪র্থ অধ্যায়—৩৪।

প্রণিপাত (প্রণাম), জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান (জ্ঞানযোগের) লাভ কর; জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন।

প্রণিপাত (প্রণাম) — শ্রীশ্রীগুরুনামাশ্রয়ই প্রকৃত ইষ্ট স্মরণ। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতে হইলে — নামের সহিতই অর্থাৎ নাম স্মরণ করিতে করিতেই প্রণাম করিতে হয়। তবেই প্রণামের যথার্থ ফল লাভ করা যায়।

জিজ্ঞাসা — ভজনপথে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে একান্তভাবে — অকপটে শ্রীগুরু চরণে নিবেদন করিয়া তাঁর

Scanned by CamScanner

উপদেশ লইতে হয়। কোন কোন সময় গভীরভাবে নামাশ্রয় সহ চিন্তা করিলেও ঐ সমাধান (গুরু কৃপায়) পাওয়া যায়, ইহাই সর্ব্বোত্তম পথ। কারণ শ্রীগুরুর নিকট হইতে জিজ্ঞাসার উত্তর পাইলে — উহা শ্রীগুরুর আদেশই মনে করিতে হইবে। উহা অপালনে প্রত্যবায়ভাগী ও অপরাধী হইতে হয়।

গুরুসেবা ঃ— "আত্মা বৈ গুরুরেবঃ" — আত্মা ও গুরু একই। অতএব আত্মকর্ম্মই — অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মদ্বারাই প্রকৃত গুরু সেবা হয়।

কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব — যে দীক্ষামন্ত্র দান করিয়া — মানবের প্রাণগতির সহিত, তাঁহার জীবনগতি মিশাইয়া দেন — প্রাণগতির তালে তালে, উত্থান-পতনে, আগম-নিগমে, ঐ নামোচ্চারণই প্রকৃত ইষ্ট স্মরণ। ইহাকেই সাধক জীবনের **প্রাণ-কর্ম্ম বা আত্ম-কর্ম্ম** করা বলা হয়।

উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে, চলিতে-বিশ্রামে, প্রাণ (বায়ুর) গতির সহিত এই নামের অচ্ছেদ্য যোগাযোগে উচ্চারণ ও অন্তঃ ইন্দ্রিয়ে শ্রবণই — প্রকৃত স্মরণ। ইহাই প্রকৃত গুরু সেবা। এই সেবা ধরিতে পারিলে, জানিতে পারিলে — ইহাতে অভ্যস্ত হইতে পারিলে — প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জিত হইবে। চাই কি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শিগণ সেই সাধকের প্রয়োজন বোধে তাহাকে উপদেশ (জ্ঞান) দান করিবেন।

প্রাণকর্ম্ম বা আত্মকর্ম্ম— প্রাণের গতির উঠা নামার সহিত ইষ্টদত্ত নামের উচ্চারণটী এমন ভাবে মিলিয়া যাইবে যে — প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসের সহিত ঐ মধুময় নামের ধ্বনি সাধকের কর্ণগোচর হইবে। উঠা নামায় একবারই নামোচ্চারণ হইবে। এই অবস্থায় সাধনার সুরু। এই অবস্থা আয়ত্বে আসিলে — ক্রমে ক্রমে নামাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে — চোখে আলো ফুটিয়া উঠে — শ্রবণে 'নাদ ধ্বনি' শুনা যায় — তারপরে আসে রূপের দর্শন।

অবস্থাটি অতি মনোরম — মানবজীবনের চূড়ান্ত কাম্য পথ। ইহা সহজ লভ্য নহে। ইহাতে চাই — সর্ব্বোপরি গুরু কৃপা — তৎসহ স্বীয় অক্লান্ত চেষ্টা।

ভয় করার কিছুই নাই। — গুরু ত কৃপাবান, আর ৪/৬ মাস এক সঙ্গে চেষ্টা করিলেই এই অবস্থা আয়ত্তে আসে।

*　　　　*　　　　*

যে অবস্থায় জিহ্বা, চক্ষু, ওষ্ঠ, মন ও প্রাণ স্পন্দিত হয় না — সেই অবস্থায়ই কেবল ভগবানকে প্রকৃতরূপে স্মরণ করা হয়।

*　　　　*　　　　*

ইষ্টদেবে লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া — অর্থাৎ আত্মাতে যুক্ত থাকিয়া — সকল কার্য যে অবস্থায় করা যায় — সেই অবস্থায় প্রকৃত স্মরণ হয়। ইহা বিনা সাধনে হইবার নহে।

*　　　　*　　　　*

যাহার অভাব বোধ নাই তিনিই ধনী। অভাব বোধ মনের একটি বিকার মাত্র। ইহা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, ইষ্টস্মরণ অর্থাৎ নামাশ্রয়।

*　　　　*　　　　*

ইষ্টস্মরণে থাকিতে পারিলে, আর চিন্তার কারণ নাই; তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন — তাহা তিনিই (ইষ্টদেব) মিটাইয়া দিয়া থাকেন, "যে চিন্তেন চিন্তামণি — তার চিন্তা করেন চিন্তামণি"।

*　　　　*　　　　*

— ০ —

Scanned by CamScanner

১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

(পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা হইতে সংকলিত)

মর্মবাণী

পথিক

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। (গীতা ১০ অঃ/৯ম শ্লোক)

"যাহাদিগের চিত্ত কেবল আমাতেই রত, এবং যাহাদের প্রাণ কেবল আমাতেই অর্পিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সদা আমার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষ ও শান্তি প্রাপ্ত হন।"

মদ্‌গত প্রাণ — প্রাণবায়ু চঞ্চল, তাহার জন্য জীবের মন সর্বদা চঞ্চল হয়, এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তর চিন্তা করিয়া চলে।

মনে বিষয়চিন্তা বা পার্থিব প্রাপ্তি কামনা থাকিলে মন ভগবৎমুখী হয় না — এবং সেই প্রাণকে আর 'তাঁহাতেই রত' রাখা যায় না। তবে 'তাঁহাতেই রত' রাখার উপায় কি? সহজভাবে ঐ উপায়টি কি প্রকারে লাভ করা যায়?

সদ্‌গুরুর কৃপা লাভে কৃতার্থ হইয়া যখন জীব তাঁহার দেওয়া "সিদ্ধমন্ত্র" অত্যন্ত অনুরাগ ও বিশ্বাসের সহিত দিবস-রজনী তৈল ধারার ন্যায় এক অবিচ্ছেদ যোগাযোগের সহিত মনে মনে উচ্চারণ করিয়া শ্রুতিগোচরে রাখিতে সমর্থ হয় — তখন "মদগত প্রাণ" বাক্যটির ভাবধারা ও ফল লাভ স্বরূপ "চিত্ত আমাতেই রত" থাকা সম্ভব হইতে পারে।

... ...

উচ্চৈস্বরে নাম ও গানকে গৌণ কীর্ত্তন বলা যাইতে পারে — যাহার ফল লাভ দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। যখন গুরোপদিষ্ট সাধন দ্বারা জিহ্বা, ওষ্ঠ, চক্ষু, মন স্পন্দিত হয় না, অন্তর্দৃষ্টি ইষ্টমূর্ত্তির প্রতি অবিচ্ছেদ স্থির থাকে — তখনই প্রকৃত কীর্ত্তন হয় এবং ইহাকেই মুখ্য কীর্তন বলে। কীর্তনের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে — প্রাণ-বায়ুর গতির স্থিরতা ভিন্ন সম্ভব নহে।

প্রাণ-বায়ুর স্থিরতা লাভ করিতে হইলে — সাধককে অবশ্যই — মুনি-জন বাঞ্ছিত "অজপা জপ" বা শ্বাসে প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপের কৌশল গুরুর নিকট হইতে আয়ত্ব করিয়া লইতে হইবে। এই জপ আয়ত্ব হইলে প্রাণ বায়ুর চঞ্চলতা দূর হয় — এবং তখনই স্থিতধী হইয়া স্থিরকে (ইষ্টকে) ধরা ও চিত্ত উঁহাতেই রত করা সম্ভব হয়।

তখন প্রতিক্ষণে তার ইষ্ট-নাম স্রোতের জলের ন্যায় অন্তরে চলিতে থাকে। জপের ঐ নাম ছন্দে ছন্দে শ্রুত হইতে থাকে। তিনি এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে ডুবিয়া থাকেন। তখন তাঁহার চিন্তা, ধারণা, কথা ইত্যাদি "তাঁর" সম্বন্ধেই চলিতে থাকে। তাঁর কথা ভিন্ন তিনি চলেন না — তাঁর বিষয় ভিন্ন তিনি চিন্তা করেন না — তাঁর বিভূতি

Scanned by CamScanner

ভিন্ন তিনি দর্শন করেন না। এতাদৃশ সাধনকেই "মদ্‌গতচিত্ত" বলা যাইতে পারে। ইহারাই একে অন্যের সহিত বাক্য ভাব বিনিময় করিয়া অধিকতর ভগবতমুখী করিতে সাহায্য করেন।

এই 'মদ্‌গত চিত্ত' ভাবটী একান্তই গুরুমুখী, এবং সদ্‌গুরুকৃপা লব্ধ। তাই সাধককে গুরুমুখী হইয়া, তাঁর কৃপা লাভার্থে, তাঁর প্রীত্যর্থে, তাঁর দর্শিত পথে বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত কর্ম করিয়া চলিতে হইবে। একদিন গুরু-কৃপায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেই হইবে।

— ✪ —

(পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা হইতে সংকলিত)

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।। গীতা ৯/২৮

"এইরূপ করিলে কর্ম্মে আসক্তি জনিত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে; পরে সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ আমাকে সর্ব কর্ম সমর্পণ রূপ যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া তুমি আমাকে পাইবে।"—

মানুষ ক্ষণকালও কর্ম ভিন্ন থাকিতে পারে না, কারণ কর্ম ব্রহ্ম হইতে জাত। তবে কোন কর্মে আনে বন্ধন — আবার কোন কর্মে আনে মুক্তি। সকাম কর্ম — ফলাকাঙ্খী কর্মই — বন্ধনের হেতু। ফলাকাঙ্খাহীন কর্ম করা কি সম্ভব?

*　*　*　*

গীতা বলেন — হাঁ সম্ভব, কিরূপে সম্ভব? ইষ্ট চরণে ভক্তিযুক্ত ভাবে ফল, পুষ্প, পত্র, জল ইত্যাদি দান — ও করণীয় সর্বকর্ম "ইষ্টায় অর্পণমস্তু" বলিয়া কর্তৃত্বহীন হইয়া করিলে সেই কর্মে আর আসক্তি থাকে না — থাকে না শুভাশুভ ফল প্রাপ্তির কামনা — কাজেই থাকেনা বন্ধনও।

*　*　*　*

এই কর্তৃত্বহীন অবস্থা লাভ হওয়া কি সম্ভব! "আমি করিতেছি" "অথচ আমি কেহ নই"— এই ভাব পাওয়া যায় কি ?

*　*　*　*

হাঁ, পাওয়া যায়। দেহ "আমি" নহি। দেহের নাশে এই "আমি"র নাশ হয় না। এমন কর্ম আছে যাহা অভ্যাসের দ্বারা এই দেহাত্মবোধ দূর হয় — দেহ হইতে "আমি"— এক নির্বিকার "আমি"— এক সম্যক রূপে যোগমুক্ত "আমি'র সত্বা বোধ করা যায়। এই "আমি"র খোঁজ পাইলে— সেই দেহ যে কর্ম করে — সে কর্মে আর তার বন্ধন আনিতে পারে না।

*　*　*　*

Scanned by CamScanner

এই নির্বিকার "আমি"— দেহ সর্বস্ব মানবের দেহস্থিত মুক্ত "আমি"র খোঁজ করতে চেষ্টিত হইতে হইবে। এই 'আমি'র হদিস ও তাঁকে ধরার পথের সন্ধান "সদ্‌গুরু" দয়া করিয়া শিষ্যের কানে কানে দান করিয়া থাকেন।

* * * *

সদ্‌গুরু দত্ত 'নাম'— শুধু অক্ষর নহে— ইহা বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন— মহাশক্তি ধারক — ও মহাশক্তি দায়ক। এই বীজ — শিষ্যের ভক্তি জল সিঞ্চন দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মহা মহীরূহতে পরিণত হয়, এবং এমন সময় হয় যখন — নাম — নামী ও নাম উচ্চারণকারীর মধ্যে কোন বিভেদ বা বিচ্ছেদ থাকে না।

* * * *

তখনই সে যুক্তাত্মা — তাই মুক্তাত্মাও। তখন তাঁর সর্বক্ষণে, সর্ব অঙ্গে, সর্ব চিন্তা ধারায় ও সর্ব ভাবেই এক অনির্বচনীয় শুদ্ধ শান্ত ভাবের বিকার হয়। সে তখন কর্মী হইয়াও — যন্ত্র মাত্র, কর্ত্তা হইলেও — আদিষ্ট ভৃত্য মাত্র।

* * * *

তখনই তাঁর সর্ব কর্মই "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" — রূপেই প্রকট হইয়া দেখা দেয়। যাঁহার 'আমি নাই— তাঁহার আর 'আমি করি' এই ভাব থাকে না — থাকে না তাঁর কর্মশক্তি — থাকে না ফল প্রাপ্তির কামনাও।

* * * *

এই সাধকই যুক্তাত্মা। এই সাধকই সন্ন্যাসী। এই সাধকই সর্ব্বদা ইষ্ট-যুক্ত, ও তিনিই শুধু ইষ্ট দর্শনে অধিকারী। দর্শনানন্দে মাতোয়ারা থাকিয়া তিনিই মুক্ত পথের পথিক হইয়া চলিতে পারেন। কর্মফল আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না — পারে না আর তাঁকে ধরাধামে মানব রূপে নামাইয়া আনিতে।

* * * *

এই মুক্তির পথ — এই যুক্তাত্মার ভাব লাভ সদ্‌গুরুর কৃপা সাপেক্ষ। অন্য কোন উপায়ে ইহা লাভ করা যায়ই না। তাই বলা হয় **"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্‌।"**

— ✪ —

(পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা হইতে সংকলিত)

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।। — ২।৪৭

"নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক। কর্ম্মফলে কদাচ যেন না হয়। তুমি কর্ম্মফল হেতু (ফলার্থী) হইও না; সকাম কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।"

কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম, সকাম কর্ম্মেই মানুষ অভ্যস্ত সে ইহার অর্থ বোঝে—ভাব বোঝে—নিজে করিতেও

পারে ও করেও। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম কি ?—কর্ম্ম কি নিষ্কাম হয় ?—হয়ত হয় নইলে গীতায় তার উল্লেখ থাকিবে কেন ?—এই নিষ্কাম কর্ম্ম কি ?

* * * *

"শূন্য ধাতু ভবেৎ প্রাণঃ"—প্রাণের অস্তিত্ব শূন্যে; শূন্যের অস্তিত্ব ব্যোমে,—ব্যোমই বায়ুর ধারক—তাই মানব প্রাণ বা মানব অস্তিত্ব এই প্রাণ রূপ বায়ুর সহিত যুক্ত। শূন্যের সহিত মিশিতে পারে, শূন্যের কোলে আশ্রয় পায় একমাত্র বায়ু। এই বায়ুই প্রাণের ধারক—বায়ুই সুর, স্বর, বাক্য, মন্ত্র, নামকে ধারণ করিয়া ব্যোমে লইয়া গিয়া ব্যোমে মিলাইয়া দেয়, তাই বাক্য ব্রহ্ম—সুরও ব্রহ্ম। এই সুরই ব্রহ্মশক্তি—প্রাণশক্তি। প্রাণরূপে, শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জীবদেহে চলমান শক্তি, এই সুরব্রহ্ম—দিবারাত্র ২১৬০০ বার জীবদেহে মূলাধার চক্র হইতে উঠিয়া দ্বিদলে (ব্যোমলোকে) ধনুরাকারে শ্বাস প্রশ্বাসে "সোঽহং" মন্ত্র উচ্চারণে জীবগণকে "মায়ার কুহক" হইতে উদ্ধার করার নিমিত্ত ছন্দে ছন্দে—সুরে সুরে নামব্রহ্ম সুর ধ্বনিয়া যাইতেছে।

* * * *

মায়ার কুহকে মুগ্ধ বাহ্যিক কর্ম্মে ও সর্ব্বদা সকাম কর্ম্মে লিপ্ত জীবকুলের কর্ণে এই সুর ধরা পড়ে না। তাই কাজ সর্ব্বদা সকাম কর্ম্মে লিপ্ত থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মের কল্পনা তাদের পক্ষে আকাশ কুসুমবৎ।

* * * *

বহুযোনী ভ্রমণের পর ভাগ্যগুণে যদি এই বদ্ধ জীবের প্রতি কোন সদ্‌গুরুর কৃপায় সিদ্ধ মন্ত্রের "নাম-সুর" কর্ণে ধ্বনিত হয়—তবে তৎক্ষণাৎ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সুর ব্রহ্মের সহিত এই সদ্‌গুরু দত্ত নাম ব্রহ্ম যুক্ত হইয়া—পলকে তাকে নামাশ্রয়ী করিয়া তোলে তখন সুরু হয় তার শ্বাস বায়ুর উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাম সুরের উচ্চারণ—তালে-তালে, ছন্দে-ছন্দে, সুরে-সুরে সে এক অনির্বচনীয় অবস্থা। এই কর্ম্মকেই "প্রাণ কর্ম্ম" বলা হইয়াছে। এই কর্ম্মই একমাত্র গীতোক্ত "নিষ্কাম কর্ম্ম"—কারণ এই কর্ম্মই একমাত্র কামনাহীন হইয়া চলিতে পারে।

মহাত্মা কবীর বলেন— "মালা শ্বাস উশ্বাস কি কোরেঙ্গে নিজ দাস।
চৌরাশী ভরমে নঁহা কাটে করমকী ফাঁস।।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের নিত্য দাস (গীতোক্ত নিষ্কাম প্রাণকর্ম্ম ভিন্ন যাহা হইবার নহে) যে শ্বাস প্রশ্বাসের মালা দিবার—সে আর চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করেনা, তাহার কর্ম্মের ফাঁস কাটিয়া যায়।

* * * *

সাধনাহীন জীবন বৃথা, সাধনার সন্ধান সদ্‌গুরু কর্ণে সুর-ব্রহ্মের সংযোগে দিয়া দিয়াছেন। উহার গতিই প্রাণকর্ম্ম রূপে—নিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যাতায়াত করিতেছে, উহার "সঙ্গ" ধরিতে চেষ্টা করিলেই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের হদিস্ লাভ হইবে—লাভ হইবে মুক্তির পথের সন্ধানও।

Scanned by CamScanner